যুগান্তর

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২ ...

চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের পুলিশের লাঠিপেটা

সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা : ক্লাস স্থগিত

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের টানা দু'দিন সংঘর্ষ ও গোলাগুলির পর বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করায় সোমবার ছাত্রলীগ কর্মীদের লাঠিপেটা করে পুলিশ। এতে মনির, নাঈম ও মাহমুদুল করিম নামে তিন কর্মী আহত হন। রোববারের সংঘর্ষের ঘটনায় চকবাজার থানায় দুটি মামলা করা হয়েছে।

এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলেজ কর্তৃপক্ষ সোম ও মঙ্গলবার সব ক্লাস স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার যুগান্তরকে বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম ও ব্যবহারিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ক্লাস দু'দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এসময় ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থী ছাড়া কাউকে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া হবে না।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সোমবার সকাল ১০টার দিকে ক্যাম্পাসে নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মহিউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছিরের অনুসারী ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপ বিচ্ছিন্নভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আগে থেকেই কলেজ গেটে পুলিশ অবস্থান নেয়। পুলিশ ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মীকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি। এ সময় জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের লাঠিপেটা করে। এতে তিনজন আহত হন।

চকবাজার থানার ওসি আজিজ আহমেদ যুগান্তরকে জানান, পরীক্ষার্থী ও ভর্তিচ্ছু ছাড়া কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। বহিরাগতরা প্রবেশের চেষ্টা করায় পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এর আগে রোববার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে চারজন আহত হন। সংঘর্ষ চলাকালে ৩-৪ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে বহিরাগত এক ছাত্র গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৬ জন আহত হন। শনিবারের সংঘর্ষে আহত হন ৩ জন। সংঘর্ষের ঘটনায় চকবাজার থানায় বেলাল নামে এক ছাত্রলীগ কর্মী বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখসহ ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

ছাত্রলীগ কর্মীদের পুলিশের লাঠিপেটা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আসামি করে মামলা করেছেন। অপর মামলা দায়ের করেন আনোয়ার হোসাইন। এ মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখসহ ২৫-৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।